# সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা
# শীর্ষক জাতীয় সম্মেলন- এর

# তথ্য সাময়িকী-১

ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফিন্যান্স (আইএনএম)

তারিখ: ১৮ অক্টোবর, ২০১৪
স্থান : পিকেএসএফ অডিটোরিয়াম, পিকেএসএফ ভবন, ঢাকা

## দারিদ্র্য বিমোচনের গন্ডি ছাড়িয়ে সামাজিক উন্নয়নের পথে ক্ষুদ্রঋণ

সীমাবদ্ধতার পরেও তিন দশকের বেশি সময় ধরে দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ অনুশীলনের অনেক অর্জন রয়েছে। বিশেষত ৯০ দশকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠার পর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে ক্ষুদ্রঋণ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। আর এই বিস্তৃতির পেছনে রয়েছে শত শত মাঠকর্মী ও পিকেএসএফের সঙ্গে যুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান সমূহ। দীর্ঘ সময়ের সফলতা ও সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করে ক্ষুদ্রঋণকে প্রকৃত অর্থে দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যবহারের লক্ষ্যে ঋণের গন্ডি ছাড়িয়ে সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করে ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণের সময় এসেছে। আর তাই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, যারা এই সফলতা-সীমাবদ্ধতার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত সেই ঋণগ্রহিতা ও মাঠকর্মীদের মতামত নেওয়ার।

এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফিন্যান্স (আইএনএম), পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) - এর যৌথ উদ্যোগে ১৮ ও ১৯ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে ঢাকায় সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা শীর্ষক জাতীয় সম্মেলন আয়োজন করা হয়।

## উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

শুধুমাত্র ক্ষুদ্রঋণের ওপর ভর করে টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয় বলে মত দিলেন 'সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা' শীর্ষক জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া অতিথিবৃন্দ।

গত ১৮ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে শুরু হওয়া দুই দিনব্যাপী এ সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অডিটরিয়ামে। ইন্সটিটিউট অব মাইক্রোফিন্যান্স (আইএনএম) ও পিকেএসএফ-এর মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি। পিকেএসএফ, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) ও আইএনএম-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর জনাব সিতাংশু কুমার শুর চৌধুরী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো: আবদুল করিম, এমআরএ-এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার মাজহারুল হক, আইএনএম-এর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক এম এ বাকী খলীলী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দেশের বিভিন্ন জেলা হতে আসা প্রায় দুইশত ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতা ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাঠকর্মীগণ। সম্মেলনের প্রথমদিন অর্থাৎ ১৮ অক্টোবর ২০১৪ পিকেএসএফ অডিটোরিয়ামে, শুধুমাত্র ২৫০ জন ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা, ক্ষুদ্রউদ্যোক্তা এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ২৫০ জন মাঠকর্মী/ মাঠ-সংগঠকদের সমন্বয়ে পৃথকভাবে দুইটি অধিবেশনের আয়োজন করা হয়।

আইএনএম ও পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, তাঁর বক্তব্যে সম্মেলনের উদ্দেশ্য তুলে ধরে বলেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে তিনটি গবেষণায় দেখা যায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে যাঁরা ক্ষুদ্রঋণ নিয়েছেন শুরু থেকে এ পর্যন্ত তাঁদের ১০ ভাগেরও কম দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠতে পেরেছেন। গবেষণালব্ধ তথ্য অনুযায়ী যদি শতকরা ৯০ ভাগই দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠতে না পারে তাহলে তো পরিষ্কার যে শুধু ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন একেবারেই সম্ভব নয়। গবেষণাগুলোতে দেখা যায় এর অন্যতম কারণ মানুষের বহুমাত্রিক সমস্যা।'

তিনি আরও বলেন, 'সে জন্যই দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতাকে ধারণ করে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে আমরা অন্যান্য সমস্যা জানতে চাই। বাড়িঘর, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, যোগাযোগের পাশাপাশি মানুষে মানুষে সম্পর্কেরও সমস্যা রয়েছে। টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনের বিভিন্ন বিষয়ে জানতে আমরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতা ও মাঠপর্যায়ের সংগঠকদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। তাঁদের সঙ্গে আলাপের মাধ্যমে আমরা সমস্যাগুলো নিরূপণের চেষ্টা করেছি। আর সেসব আলোচনার সূত্র ধরেই আমরা এই সম্মেলনে আরো আলোচনা করবো, যাতে সমস্যা সমাধানে নতুন দিক নির্দেশনা আসে।' আলোচনাপর্বে তিনি আরো বলেন, 'বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো গ্রামীণ অর্থনীতি, রেমিটেন্স, রপ্তানি আয় ও তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তার।' গ্রামীণ অর্থনীতি বিষয়ে আলোচনায় তিনি বলেন 'শুধু অর্থায়ন দিয়ে বেশি দূর এগোনো সম্ভব নয়। যেদিন ঋণ বন্ধ হয়ে যাবে, সেদিন আবার তারা আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। তাই দরিদ্রদের ঋণ প্রদানের পাশাপাশি অন্যভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে। তাঁদের মধ্যে সক্ষমতা তৈরি করতে হবে। ঋণের পাশাপাশি তাঁদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এই বিষয়গুলোর ওপর আমরা এখন নজর দিচ্ছি। নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারলে টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। মানুষের ভেতরের শক্তি বাড়িয়ে দিয়ে জাগরণ সৃষ্টি করতে হবে। আমরা বিষয়টি ইতোমধ্যে শুরু করেছি। সকল সহযোগীদের সঙ্গে আমি প্রায়ই আলোচনা করি এবং আমি বিশ্বাস করি তারাও একই ধারণায় বিশ্বাসী। তাই টেকসই উন্নয়নের বিশেষ তিনটি বিষয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ– সবগুলোকে সমন্বয় করা না গেলে দেখা যাবে একদিকে আমরা কিছুদূর এগোতে পেরেছি আবার অন্যদিক থেকে আঘাত আসলে সবকিছুই ঝুঁকির মুখে পড়বে। এ ব্যাপারে আইএনএম সকল পক্ষের সাথে আলোচনা করছে। কিছু ধারণা এসেছে। সেগুলো এবং আজকে যে আলোচনা হবে তা থেকে অবশ্যই আমরা একটি দিকনির্দেশনা পাবো। একটি কর্মপদ্ধতি তৈরি করতে পারবো।'

আলোচনায় আইএনএম-এর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক এম এ বাকী খলীলী বলেন, 'টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনের কর্মপদ্ধতি নিরূপণ করার অংশ হিসেবে আইএনএম-এর তত্ত্বাবধানে গত ছয় মাসে ছয়টি আঞ্চলিক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। আমরা দেখতে পেয়েছি, কেউ ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে সফলতা অর্জন করেছেন, কেউ সফলতা অর্জন করেও পিছিয়ে পড়েছেন, আবার কেউ ব্যর্থ হয়েছেন।' অধ্যাপক খলীলী সভায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'শুধু ক্ষুদ্রঋণ দিয়েই টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। কিছুদুর এগোনো যায়। আমরা এখানে সমবেত ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতা ও মাঠপর্যায়ের সংগঠকদের কাছে আপনাদের সফলতা ও ব্যর্থতার বিবরণ জানতে চাইবো।' তিনি তাঁর বক্তব্যে পিকেএসএফ, এমআরএ এবং আইএনএম-এর যৌথ উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, 'এই তিনটি প্রতিষ্ঠানই ক্ষুদ্রঋণ খাতের মূল চালিকাশক্তি। তাই এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগের গুরুত্ব অনেকখানি।' ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতা ও মাঠপর্যায়ের সংগঠকবৃন্দের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'এখানে আপনারা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উপস্থিত হয়েছেন। এ যেন এক মিলনমেলা। আমরা চাই আপনারা আপনাদের সমস্যার কথা প্রাণ খুলে বলবেন। কী করলে আরো ভালো হয় তা আমাদের বলুন। আমরা এখান থেকে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করতে চাই যা আপনাদের উন্নয়নে কাজে লাগবে।'

এমআরএ-এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার মাজহারুল হক বলেন, 'এমআরএ এতদিন প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়গুলো নিয়েই ব্যস্ত ছিলো তাই ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতা ও মাঠপর্যায়ের সংগঠকবৃন্দের সাথে আলোচনা করা সম্ভব হয়নি।' ড. কাজী খলীকুজ্জমান ও অধ্যাপক এম এ বাকী খলীলীর বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করে তিনি বলেন, 'এমআরএ বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিতে যাচ্ছে যার মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঠকর্মীদের দিয়ে ঋণ গ্রাহকদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এগুলোর মধ্যে থাকবে হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণ, উদ্যোগ গ্রহণ এবং পণ্যের বিপনন ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণসমূহ।'

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবদুল করিম বলেন, 'শুধুমাত্র ঋণদান কেন্দ্রিক উন্নয়ন ভাবনা থেকে সরে এসে আমরা মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন ভাবনা গ্রহণ করেছি। আমরা দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক সমাধানের উপায় খুঁজে বের করেছি।' এ প্রসঙ্গে তিনি জানান পিকেএসএফ এই মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন ভাবনা থেকে ইতোমধ্যে 'সমৃদ্ধি' নামক একটি কর্মসূচি পরিচালনা করছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির ধারণা প্রণয়নের জন্য তিনি ড. কাজী খলীকুজ্জমানের আন্তরিক প্রশংসা করেন। উপস্থিত ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা ও মাঠপর্যায়ের সংগঠকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'মাঠপর্যায় থেকে আপনারা এসেছেন, আপনাদের মতামত এবং সুপারিশ আমরা গ্রহণ করবো। ভবিষ্যতে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিকে কীভাবে মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে রূপান্তর করা যায় সে সংক্রান্ত বক্তব্য এবং সুপারিশ আমরা গ্রহণ করবো। এর ভিত্তিতে আমরা আমাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রনয়ন করবো।'

সভার বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর জনাব সিতাংশু কুমার শুর চৌধুরী এই তিন সংগঠনের মানবকেন্দ্রিক এবং বহুমাত্রিক উন্নয়ন ভাবনার সঙ্গে একমত পোষণ করেন। তিনি সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে ও দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পেছনে ক্ষুদ্রঋণের অবদানের কথা তুলে ধরে বলেন, গ্রামীণ উন্নয়নে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ সব ব্যাপারে সচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এনজিওদের ভূমিকা অনস্বীকার্য ও অপরিসীম। ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিক সেবার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সূচকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যসম্মত পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন (স্যানিটেশন), সুশাসন ও নারীর ক্ষমতায়নসহ নানা সামাজিক সূচকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি করছে। বেশির ভাগ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান আর্থিক সেবার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার

উন্নয়নে কাজ করছে। তিনি আরও বলেন, উপযুক্ত কৌশল নির্ধারণের মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি করে সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশলগুলোকে আরও নিবিড়ভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে কার্যকর করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর বলেন 'এই সম্মেলন থেকে যেসব সমস্যা ও তার সমাধানের নির্দেশনা আসবে সেগুলো এখানে যারা অথরিটি আছেন তারা তা পয়েন্ট আকারে নেবেন। সেখান থেকে একটি সুপারিশমালা তৈরি হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তরফ থেকে আইনের মধ্যে থেকে যতটুকু সহযোগিতা করা যায় সেটা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে করা হবে।'

সভার প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান বহুমাত্রিক উন্নয়ন ভাবনার সঙ্গে একমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, "পিকেএসএফ-এর নেতৃত্বে আরও যারা এ খাতে কাজ করেন তারা আরও কাজ করবেন। আমাদের যে লক্ষ্য- ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া, নিরক্ষরতা দুরীকরণ, ঘরে ঘরে বিদ্যুত পৌছানো, সবার জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা ও গ্রামাঞ্চলে উন্নত পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা- এগুলো আমাদের স্বপ্ন এবং আমাদের কর্মসূচিও বটে। আমি আশা করি, এনজিও এবং ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান সমূহের বৃহত্তর ভূমিকা এই স্বপ্ন পূরণে সহায়ক হবে।"

এই বহুমাত্রিক উন্নয়ন ভাবনা অবশ্যই বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে। এক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে যাবতীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি।

## ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের সাথে সংলাপ

সম্মেলনের প্রথম দিন দেশের ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের নিয়ে একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনের দিক নির্দেশনা তৈরির অংশ হিসেবে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের কাছে তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা জানতে চাওয়া হয়।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাগণ পিকেএসএফ, এমআরএ ও আইএনএম -এর শীর্ষ প্রতিনিধিদের কাছে তাদের বহুমাত্রিক সমস্যাগুলো তুলে ধরলেন প্রথম অধিবেশনে। অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতারা জানান, তাদের অবস্থার উন্নয়নে এই সমস্যাগুলো সমাধান করা গেলে তাদের জীবনমান আরো উন্নত হবে। সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে– ঋণ পরিশোধে কিস্তির সময়সীমা পর্যালোচনা, দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা ঋণের অনুপস্থিতি, সময়মতো ঋণপ্রাপ্তির অনিশ্চয়তা, ডে-কেয়ার সেন্টার ব্যবহারের সুবিধাহীনতা এবং স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, স্যানিটেশন, যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতাসহ বিদ্যুৎ ও গ্যাসের অভাব। এসবের সঙ্গে রয়েছে মাদকের ব্যবহার ও মাদকাসক্তিজনিত সামাজিক সমস্যার বিষয়সমূহও।

বাম দিক থেকে পর্যায়ক্রমে পিকেএসএফ -এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং আইএনএম-এর সাধারন পর্ষদের সদস্য ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন অধিবেশন সঞ্চালনা করেন, এ অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মিসেস মেহের আফরোজ, এমপি, আইএনএম-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ড. প্রতিমা পাল মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অধিবেশনে আরো উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদ এবং এমআরএ -এর পরিচালক জনাব সাজ্জাদ হোসেন।

শুরুতে অধিবেশনের সভাপতি ড. প্রতিমা পাল মজুমদার উপস্থিত ঋণ গ্রহীতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে আপনাদের যেসব সুবিধা হয়েছে তা আমরা জানি। কী কী অসুবিধা হয়েছে, কী হতে পারতো ও কী হওয়া উচিত ছিলো এখন তা আপনারা মন খুলে বলবেন। সমস্যা ও সমস্যার বিষয়গুলো উল্লেখ করে ড. মজুমদার বলেন, দেশের সাতটি বিভাগ থেকেই ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতারা এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন। প্রতিটি অঞ্চলের ঋণগ্রহীতাদের সম্ভাবনা যেমন ভিন্ন তেমনি সমস্যাও ভিন্ন। তাই আমরা চাইবো এই অধিবেশনে যেন অঞ্চলভিত্তিক সমস্যাগুলো উঠে আসে।'

অধিবেশনের সঞ্চালক পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, 'অনেকদিন থেকেই আপনারা আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত। আজকে আমরা আপনাদের অবস্থার পরিবর্তনের কথা শুনবো। আপনাদের কথা শোনার পর আমরা ভবিষ্যতের চলার পথ রচনা ও কর্মপন্থা খুঁজে বের করতে পারবো।

অধিবেশন আলোচনায় মুখর হয়ে ওঠে যখন ঋণ গ্রহীতারা তাদের অভিজ্ঞতা, সুপারিশ ও সমস্যার কথা তুলে ধরতে শুরু করেন। গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি থানার ইয়ারন বেগমের অভিজ্ঞতা ও কর্মপদ্ধতির বর্ণনা উপস্থিত সবাইকে অনুপ্রাণিত করে। তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে জানা যায় যে, ওই এলাকার জনপদ নদী ভাঙ্গনের শিকার। তাই শুধুমাত্র ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে তাদের তেমন কোনো উপকার হচ্ছিলো না। কারণ, নদীতে সবকিছু বিলীন হয়ে গেলে ঋণগ্রহীতাদের কিছুই করার থাকে না। ইয়ারন বলেন, তারা ৭৬ জন ঋণগ্রহীতা মিলে একটি যৌথ তহবিল গঠন করেছেন যার মাধ্যমে সদস্যরা দুর্যোগ-কালে খাদ্য ও ঋণ সহায়তা গ্রহণের সুযোগ পায়। তাঁর এই ধারণা আরো জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন অধিবেশনের সঞ্চালক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পিকেএসএফের একটি প্রতিনিধি দল শিগগিরই ওই এলাকায় গিয়ে আরো ভালোভাবে তা জানার চেষ্টা করবেন।

এসময় আলোচনায় ঋণ গ্রহণের পাশাপাশি আর কী কী ধরনের সমস্যার সমাধান করা গেলে টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনের পথে আরো এগিয়ে যাওয়া যায় সে বিষয়ে আরো সুপারিশ বা পরামর্শ উঠে আসে।

আমি একজন কৃষক। আমি মনে করি ঋণের কিস্তির সময় বাড়িয়ে ও সুদ কমিয়ে দিলে আমাদের জন্য আরে-কটু ভালো হয়। এছাড়া চাষের ঋণটা সময়মতো না পেলে আমরা বিপদের সম্মুখীন হই।

**তাসলিমা খাতুন, ওয়েভ ফাউন্ডেশন**

আমি গার্মেন্টস কর্মীদের নিয়ে কাজ করি। প্রায়ই দেখি তারা বাচ্চাদের দেখাশোনা করতে পারার অসুবিধাজনিত কারণে আর কাজ করতে পারে না। আমি একটি ঘর নিয়ে একটি ডে-কেয়ার করার চেষ্টা করলেও তহবিলের অভাবে খুব বেশি দিন চালিয়ে যেতে পারিনি। আমি মনে করি প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোগে যদি ছোটো আকারের ডে-কেয়ার সেন্টার তৈরি করা যায় তাহলে অনেক মহিলাই আরো বেশি কাজ করার সুযোগ পাবে।

**- সোমা আক্তার, সেবা নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র**

আমরা হাওরের মানুষ। আমাদের এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে তবে সেখানে শিশুদের জন্য ডাক্তার নেই। আপনারা জানেন হাওর এলাকায় শিশুরাই বেশি রোগ-বালাইয়ের সম্মুখীন হয়। এছাড়া স্কুলে টিউবওয়েল নষ্ট থাকার কারণে আমাদের শিশুরা অন্যান্য অস্বাস্থ্যকর উৎস থেকে পানি পান করে পেটের পীড়ায় ভোগে। তাদের স্কুলে ল্যাট্রিন থাকলেও তা সবসময়ই তালাবন্ধ থাকে। তাই আমার অনুরোধ আমাদের এলাকায় আপনাদের উদ্যোগে শিশুরোগ চিকিৎসকের ব্যবস্থা করা হোক।

**- পান্না, নিকলী, কিশোরগঞ্জ**

ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বামীর স্বাক্ষর ছাড়া ঋণ ছাড় করে না। এটি একটি সমস্যা। কারণ, স্বামীরা সেই টাকা দাবি করে এবং তা অপচয় করে ফেলে। আমি আশা করবো আপনারা এই সমস্যাটির ওপর নজর দেবেন।

**- নাটোর হতে আগত ঋণগ্রহীতা**

ঋণের কিস্তিটা সাপ্তাহিক থেকে মাসিক করা হলে আমরা অনেক উপকৃত হবো। ব্যবসা প্রসার করার জন্য আরো বেশি ঋণ চাই।

**- সংস্থাঃ সিআইবিডি, রাঙ্গামাটি**

আমাদের এখানে একটি বৃহৎ সমস্য হলো মাদকাসক্তি। অল্প বয়সেই ছেলেরা নেশায় আসক্ত হয়ে জীবন ধ্বংস করে ফেলছে। আমি চাই আমাদের এলাকায় একটি মাদক নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করা হোক। পাশাপাশি যেন সচেতনতামূলক কর্মসূচির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় যাতে ছেলেরা মাদকের কুফল সম্বন্ধে অবগত হয়ে তা থেকে দূরে থাকে।

**- সালমা আক্তার, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ**

আমার মেয়ে এখন ৫ম শ্রেণীতে পড়ে। আমার স্বপ্ন আমি ওকে ডাক্তার বানাবো। আমি এখন যে টাকা সঞ্চয় করছি তা পর্যাপ্ত নয়। আমি দেখতে পাচ্ছি আমার মেয়ে যখন এইচএসসি পাস করবে তখন আমার যা সঞ্চয় থাকবে তা দিয়ে তাকে আমি ভালো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে পারবো না। আমি চাচ্ছি বাচ্চারা ছোটো থাকতেই এমন একটি ঋণ দেয়া অথবা একটি তহবিল তৈরি করা হোক যাতে শিশুদের উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হয়।

**- লাভলি, ধামরাই**

আমাদেরকে স্বল্প মেয়াদের ঋণ দেয়া হয়। তা মাত্র ৪৬ সপ্তাহের জন্য। এর পাশাপাশি একটি দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয়া হলে আমাদের ব্যবসার আরো প্রসার ঘটানো সম্ভব।

**- মমতাজ বেগম, কামরাঙ্গির চর, ঢাকা**

এভাবেই প্রায় ৩০ জন ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতা তাদের সমস্যাগুলো উপস্থিত পিকেএসএফ, এমআরএ ও আইএনএম-এর শীর্ষ ব্যক্তিদের কাছে তুলে ধরেন।

অধিবেশনে দূর-দূরান্ত থেকে আসা ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের কথা শোনার পর এমআরএ-এর পরিচালক জনাব সাজ্জাদ হোসেন তাঁর প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিকোণ থেকে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি এই আলাপ-আলোচনায় উঠে আসা বিভিন্ন সমস্যার উপর আলোকপাত করেন এবং সেই সাথে এমআরএ -এর বিদ্যমান সুবিধাসমূহের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'আপনাদের জন্য অনেক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, যা হয়তো আপনারা সঠিকভাবে জানেন না। সেক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কাছে তা জানতে চাইবেন।'

অধিবেশনে আলোচিত হওয়া সমস্যাগুলোর মধ্যে একটি ছিলো সময়মতো মৌসুমী ঋণ না পাওয়া। বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করে সাজ্জাদ হোসেন বলেন, এমআরএ বিষয়টিকে আরো গুরুত্বের সাথে দেখবে।

পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদ একইভাবে বিভিন্ন সমস্যার প্রতি আলোকপাত করেন এবং সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেন। বিশেষ করে বিদ্যমান বিভিন্ন ঋণের বিষয়ে তিনি কথা বলেন এবং সেগুলোর আকার ও মেয়াদ সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মিসেস মেহের আফরোজ, এমপি তাঁর বক্তব্যে এই অধিবেশনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা হয়েছে উল্লেখ করে সেখান থেকে নিজের অনেক কিছু জানতে পারার বিষয়টি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'এখানে উপস্থিত সকলেই অত্যন্ত সুন্দরভাবে আপনাদের কথাগুলো শুনেছেন এবং সেটার ব্যাখ্যাসহ কী করা যায় তা বলেছেন। এখানে সঞ্চালক যিনি আছেন তিনি আপনাদের বিষয়গুলো আরো ভালোভাবে জানেন। তিনি আপনাদের সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। আমার প্রত্যাশা সরকারের পাশাপাশি তাঁরা এ বিষয়ে আরো বেশি গুরুত্বের সাথে কাজ করবেন।'

## মাঠকর্মী/ মাঠসংগঠকদের সাথে সংলাপ

টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনে কর্তৃপক্ষের কী কী করনীয় তা জানতে পিকেএসএফ, এমআরএ ও আইএনএম-এর নির্বাহী প্রধানগণ বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ খাতের চালিকাশক্তি বিভিন্ন ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের সংগঠকদের সাথে খোলামেলা আলাপ আলোচনা করলেন এই জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী দিনের তৃতীয় অধিবেশনে।

সংগঠকরা এই অধিবেশনে তাদের অভিজ্ঞতা, সমস্যা এবং সম্ভাবনার কথা এই তিন সংগঠনের নির্বাহী প্রধানদের কাছে তুলে ধরেন।

আইএনএম-এর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক এম এ বাকী খলীলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রনালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর জনাব ইব্রাহীম খালেদ। আরো উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো: আবদুল করিম ও এমআরএ-এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার মাজহারুল হক।

অধিবেশনের শুরুতে অধ্যাপক এম এ বাকী খলীলী উপস্থিত সংগঠকদের জানান এই মূহুর্তে বাংলাদেশে মোট তিন কোটি ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা রয়েছে। তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেন, "এই তিন কোটি ঋণ গ্রহীতাদের যারা সংগঠিত করেন তারা হলেন মাঠ পর্যায়ের সংগঠক। আমি মনে করি আপনারা এই ক্ষুদ্র ঋণ খাতের খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ।"

আজ আপনাদের কাছে আমরা দু'টি বিষয় জানতে চাইবো। "প্রথমত: ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের নিয়ে আপনারা যখন দল গঠন করেন তখন তাদেরকে একরকম অবস্থায় দেখেন। আপনারা খুব কাছ থেকে দেখেছেন কেউ উঠে এসেছে, কেউ আবার নিচে নেমে গেছেন। দ্বিতীয়ত: আপনাদের সুবিধা অসুবিধা, যেগুলো আপনারা মনে করেন সমাধান করলে ক্ষুদ্রঋণ খাত এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান সমূহ লাভবান হবে।" তিনি আরো বলেন, "আগে অনেকেই দলগত ভাবে অংশগ্রহন করতেন এখন নাকি তা শিথিল হয়ে গেছে। এই ব্যাপারগুলো আপনারা সুচারুরূপে উপস্থাপন করবেন ।"

ঋণ নেয়ার পর সদস্যদের অনেকে লাভবান হয়, আবার দেখা যায় অনেকে কিস্তি পরিশোধ করতে পারে না। কিস্তি পরিশোধ করতে না পারা ব্যক্তিরা অভিযোগ করেন তাদের ব্যবসা মন্দা যাচ্ছে। একটু খোঁজ নিয়ে জানতে পারি তারা নাকি আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহন করেছেন। এটি একটি সমস্যা। এছাড়া অগ্নিকান্ডের মতো অপ্রত্যাশিত ঘটনার কারণে তাদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে আমরা আবার তাদের ছোটো সাইজের ঋণ দেই যা তার ব্যবসা পুর্নগঠন করার জন্য পর্যাপ্ত নয়। তখন সেই ঋণ তারা নিয়মিত পরিশোধ করতে পারেন না। আমার সদস্য সংখ্যা প্রায় পাঁচশত। এর মধ্যে কেউ কেউ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। বছরে এমন তিন চারটি ঘটনা ঘটে।

**- মাসুম বিল্লা, সাজেদা ফাউন্ডেশন**

একই ব্যক্তি একাধিক সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহন করে থাকেন। একাধিক ঋণ নেয়ার ফলে এক পর্যায়ে তারা সময়মতো কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়। এছাড়াও চর এলাকায় ব্যাংকিং সমস্যা রয়েছে। এছাড়া রয়েছে যাতায়াত সমস্যা। বড় মাপের বন্যা হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে। তখন কিস্তি সংগ্রহ করা একেবারেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। অল্প দুই একজন পালিয়েও যায়।

**- মাসুদ রানা, প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি**

আমি আমার এবং আমার সহকর্মীদের কল্যানের বিষয়গুলো বলবো। আমাদের কোনো বীমা সুবিধা দেয়া যায় কিনা। সরকারী চাকুরীজীবীরা একসময় একটা পেনশন পায়। আমাদের জন্য পেনশনের সুবিধা সৃষ্টি করা যায় কিনা। এছাড়া আমাদের জন্য স্বাস্থ্য বীমা, শিক্ষা বীমা ও ডিপিএস সুবিধা চালু করা যায় কিনা।

**- শাহনেওয়াজ**

আমরা হাওর অঞ্চলের মানুষ। আমার একজন গ্রাহক ৮০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। আমার মোট ৩৫০ জন সদস্যের মধ্যে এই নিয়ে প্রায় ১০ জন এভাবে পালিয়ে গিয়েছে। পারিবারিক জামিনদার থাকা স্বত্বেও আমরা নানারকম জটিলতার কারনে কাজ করতে পারছি না। এ থেকে উত্তরণের উপায় কী?

- সংস্থা: এন্ডেভার

আমি পাহাড়ি এলাকায় কাজ করি। যখন সদস্য বাছাই করি তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ মিথ্যার আশ্রয় নিলে সমস্যায় পরি। সংস্থা থেকে তখন বলা হয় আমি কেন যাচাই বাছাই করে ঋণ দেই নাই? এমন সমস্যা হতে পরিত্রাণের কী উপায়?

**- আজিজুল ইসলাম খান, গ্রামাউস**

আমার এলাকায় এনজিও নয় এমন সংস্থা, যেমন মাল্টিপারপাস সোসাইটি ও এমএলএম প্রতিষ্ঠানের উত্থান ঘটেছে। নানাধরনের প্রলোভন দেখিয়ে এরাও গ্রামের দরিদ্র মানুষদেরকে ঋণ দিচ্ছে এবং চড়া সুদ আদায় করছে। এদের কারণে আমাদের স্বাভাবিক ঋণদান কর্মসূচি ব্যাহত হচ্ছে। আমরা অনেকদিন যাবৎ এই সেক্টরে কাজ করছি। তারপরেও আমি মনে করি আমাদের আরো শিক্ষার দরকার রয়েছে। আমি মনে করি আমাদের দক্ষতা বাড়লে আমরা স্থানীয় ঋণগ্রহীতাদের আরো ভালো সেবা প্রদান করতে পারবো।

**- কাওসার আহমেদ**
**ভিলেজ এন্ড সিটি ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি**

আমি ১০ বছর যাবৎ মাঠপর্যায়ের সংগঠক হিসেবে কাজ করছি। আরো বিভিন্ন এনজিও একই এলাকায় কর্মকান্ড শুরু করায় এখন ওভারল্যাপিং হচ্ছে। যার ফলে কিস্তি ঠিকমতো আদায় হচ্ছে না। কিস্তি পরিশোধ করতে না পারার প্রধান কারণ প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। এছাড়া কেউ কেউ একগুয়েমি করেও কিস্তি প্রদান বিলম্বিত করে। আমাদের গ্রাহকরা ঋণের টাকা দিয়ে ভ্যানগাড়ী ক্রয় করে, লাকড়ি ব্যবসা করে ও হলুদ চাষ করেন।

**- রুপম চাকমা, আইডিএবি**

আমি চর অঞ্চলে কাজ করি। আমার এলাকায় সকলেই কৃষক। তারা আমাদের কাছ থেকে মৌসুমী ঋণ গ্রহন করে বাদাম, তিল, চিনা ইত্যাদি চাষ করে। প্রায়ই অতিরিক্ত ক্ষরায় তাদের ফসল নষ্ট হয়ে গেলে তারা কিস্তি প্রদান অব্যাহত রাখতে পারে না। এছাড়াও রয়েছে নদী ভাঙ্গন। আমাদের কাছে পর্যাপ্ত তহবিল না থাকায় আমরা তাদের দ্বিতীয়বার সহায়তা করতে পারি না বলে আমার এলাকায় কেউ কেউ অর্থাভাবে এলাকার লোকজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋন গ্রহন করেন।

**- শওকত আলী, উদ্যোগ ফাউন্ডেশন**

আপনি হয়তো জানেন যে দূর্গাপুর কলমাকান্ডা এলাকায় গত সেপ্টেম্বর মাসে বন্যা হয় এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার দুই মাসের জন্য ঋণের কিস্তি আদায় বন্ধ ঘোষণা করেন। আমরা সেই অনুযায়ী কিস্তি আদায় বন্ধ রাখি। কিন্তু দেখতে পাই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ কিস্তি আদায় অব্যাহত রেখেছে। আমরা এলাকায় গেলে ঋণ গ্রহীতারা জানতে চায় আমরা কেনো কিস্তি আদায় করছি না? কারণ ঋণগ্রহীতারা পুরনো ঋণ পরিশোধ করে নতুন ঋণ নিতে আগ্রহী। আমার এলাকার সকল ঋণগ্রহীতাই কৃষিকাজ করেন। এখানে সমৃদ্ধি-এর কর্মসূচি চলছে। বৈকালিক শিক্ষারও প্রসার লাভ করেছে।

**- বিমল রেমা, দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র**

অধিবেশনে সকলের মতামত, পরামর্শ ও সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এমআরএ-এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার মাজহারুল হক ঋণ দান করার ক্ষেত্রে ওভারল্যাপিং বিষয়ে আলোকপাত করেন। অধিবেশনে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন এমআরএ সংস্থাগুলোর মধ্যে ঋণ প্রদানে শৃঙ্খলা আনতে একটি ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) গঠন করতে যাচ্ছে। তিনি জানান ইতোমধ্যেই প্রাথমিক অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। আমরা আশাবাদী আগামী দুই বছরের মধ্যে সিআইবি-এর কার্যক্রম শুরু করতে পারবে। এছাড়া তিনি মাঠকর্মীদের বেতন ভাতা বিষয়ক সমস্যাগুলোর উপর দৃষ্টিপাত করেন। তিনি জানান বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরে এই মুহূর্তে এক লক্ষ দশ হাজার মাঠকর্মী কাজ করছে। তিনি বলেন, "ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহতে স্থায়ী বেতন কাঠামো থাকা বাধ্যতামূলক। না থাকলে আপনারা আমাদের জানাতে পারেন।"

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো: আবদুল করিম ও ওভারল্যাপিং কে একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন সিআইবি গঠিত হলে এই সমস্যা আর থাকবে না। তিনি আরও বলেন, "সিআইবি'র ব্যাপারে আমরা সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে প্রস্তাব পেশ করেছি। এ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে বাংলাদেশ ব্যাংক এমএফআই সংক্রান্ত একটি সিআইবি গঠন করবে।" আরো বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কথা আমরা শুনতে পাই। আমি মনে করি পিকেএসএফ, এমআরএ এবং আইএনএম এর যৌথ উদ্যোগে এই সম্মেলন এবং সেমিনার হচ্ছে। আমার বিশ্বাস এখান থেকে কিছু উত্তর ও পরামর্শ পাওয়া যাবে যা পরবর্তীতে নীতি প্রনয়নে দিক নির্দেশনা দিতে সহায়তা করবে।

কিস্তি প্রদানে গড়িমসি করাকে একটি আদি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ড. ইব্রাহিম খালেদ বলেন, "দক্ষতার সাথে কাজ না করলে কিস্তি ফেরত আসবে না।" সিআইবি গঠনের প্রসঙ্গে তিনি বলেন লক্ষ লক্ষ গ্রাহকের সিআইবি তৈরী করা খুব একটা সহজ কাজ নয়। এতে সময় লাগবে। তিনি আরও বলেন "যে সকল সংস্থাগুলো একই এলাকায় কাজ করে তাদের মধ্যে একটি সমঝোতা থাকতে হবে। নিজেদের মধ্যে তথ্য বিনিময় করলে একই এলাকায় ওভারল্যাপিং এর ঘটনা আর ঘটবে না বলে আমি মনে করি"।

অধিবেশনের প্রধান অতিথি অর্থ মন্ত্রনালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, "পিকেএসএফ, এমআরএ ও আইএনএম এর একই উদ্দেশ্য। আর উদ্দেশ্য সফল করতে লাগবে প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ। নীতি নির্ধারক, কৌশল নির্ধারকগন এই ব্যাপারে আরো গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করবেন বলে আমি মনে করি। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের যদি সঠিক পরিকল্পনা থাকে, সঠিক কৌশল থাকে তাহলেই মানুষের জীবনকে আপনারা পরিবর্তন করতে পারবেন।"

## সুপারিশমালা

১। কিস্তির সময়সীমা বাড়ানোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া ;

২। গার্মেন্টস কর্মী সহ অন্যান্য দিনমজুর এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে সম্পৃক্ত ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা এবং উদ্যোক্তাদের শিশুদের জন্য ডে কেয়ার সেন্টারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। একইভাবে, মাঠ কর্মীরাও তাদের বাচ্চাদেরকে নিরাপদে কোথাও রাখার বিষয়টি বিবেচনা করা ;

৩। হাওর এলাকার শিশুদের যথাযথ চিকিৎসার এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে বিশেষ প্রকল্প চালু করা ;

৪। ঋণ প্রদানের নিয়ম কানুন শিথিল করা বিশেষ করে স্বামীর স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক না করার বিষয়টি বিবেচনায় আনা ;

৫। স্বল্প মেয়াদী ঋণের পাশাপাশি ঋণগ্রহীতাদের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশেষ শিক্ষাঋণের ব্যবস্থা করা ;

৬। বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণের কিস্তি সাপ্তাহিক থেকে মাসিক এ উন্নীত করার বিষয়টি বিবেচনা করা ;

৭। মৌসুমি ঋণের পর্যাপ্ততা থাকা এবং এটি সময়মতো সরবরাহ করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা ;

৮। ঋণের বিপরীতে বিভিন্ন ধরনের বীমা ব্যবস্থা চালু করা ;

৯। মাঠ কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্য বীমা, শিক্ষা বীমার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা ;

১০। মাঠ কর্মী এবং কর্মকর্তাদের দীর্ঘ মেয়াদী শিক্ষা ঋণ প্রদান করা ;

১১। মাঠ কর্মীদের ঋণপ্রদানের/সেবা প্রদানের/ কিস্তি আদায়ের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

১২। চর ও হাওর এলাকায় বন্যার সময় ঋনের কিস্তি আদায়ের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা ;

১৩। খরা, নদী ভাঙ্গন, বন্যার সময় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষককে পুনরায় ঋণ দেয়ার জন্য পর্যাপ্ত তহবিলের ব্যবস্থা রাখা ;

১৪। ঋণের কিস্তি আদায়ের জন্য কর্মীদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ;

১৫। মাল্টি পারপাস সোসাইটি ও এমএলএম এর অবৈধ ব্যবসার জন্য ঋণ দান কর্মসূচী যাতে ব্যহত না হয় তার জন্য ঋণ গ্রহীতাদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা ;

১৬। হাওর এলাকায় বন্যার মতো দুর্যোগে ঋণ কর্মসূচী ব্যহত হয়। তাই এসব এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আরও গঠনমূলক করা এবং

১৭। মাঠ কর্মীদের নিয়মিতকরণ সহ প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুয়িটি, বীমা সেবা সহ মৌলিক কিছু বিষয় নিশ্চিতকরনের বাপ্যারটি বিবেচনায় আনা।


সত্ত্বঃ ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফিন্যান্স (আইএনএম)

- পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
- বাড়ি নং-৩০. রাস্তা নং-৩, মনসুরাবাদ, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

ফোন: +৮৮-০২-৮১৮১০৬৬
ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮১৫২৭৯৬
info@inm.org.bd, www.inm.org.bd


Institute of Microfinance (InM) | Microcredit Regulatory Authority | PALLI KARMA-SAHAYAK FOUNDATION (PKSF)

তথ্য সমূহ আইএনএম, এমআরএ এবং পিকেএসএফ - এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা শীর্ষক জাতীয় সম্মেলন এর ১৮ অক্টোবর ২০১৪ অধিবেশন সমূহ হতে সংগৃহীত।


This publication has been supported under the PROSPER (Promoting Financial Services for Poverty Reduction) Programme funded by UKaid, DFID.